ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
ISPAB
হাউজ- ০২, লেভেল- ০৪, রোড- ২৮, ব্লক-কে, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
নির্বাচন বোর্ড

সূত্র: আইএসপিএবি- নির্বাচন-২০২১/০০১
তারিখ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১

ডাকযোগে প্রেরিত

নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ২০২১-২০২৩ (দুই বছর) মেয়াদকালে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি)-এর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন আগামী ১১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ, শনিবার অনুষ্ঠিত হইবে। এতদোদ্দেশ্যে নির্বাচন আচরণ বিধি (সংযোজনী-১), নির্বাচনী তফসিল (সংযোজনী-২) ও কোম্পানীর প্রতিনিধি পরিবর্তন ফরম (সংযোজনী-৩) এতদ্‌সহিত সংযুক্ত করা হইল।

নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল:

নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী

১. নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত নির্বাচন তারিখের পূর্ববর্তী ১২০ দিনের মধ্যে সদস্য হইয়াছেন বা নির্বাচন তারিখের পূর্ববর্তী ৬০তম. দিন পর্যন্ত অ্যাসোসিয়েশনের প্রাপ্য চাঁদা বকেয়া রাখিয়াছেন এমন কোনও সদস্য উক্ত নির্বাচনে ভোটার হইতে পারিবেন না।

২. ২০২১-২০২৩ (দুই বছর) মেয়াদকালে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর কার্যনির্বাহী পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত ডক্যুমেন্ট/তথ্য তফসিলে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে আইএসপিএবি কার্যালয়ে জমাদান করিতে হইবে:

(ক) ২০২০-২০২১ইং সালের ট্রেড লাইসেন্স অথবা নবায়নের জন্য জমাকৃত ট্রেড লাইসেন্স ফি প্রাপ্তি রশিদ-এর সত্যায়িত কপি;
(খ) ২০২০-২০২১ইং সালের সদস্য কোম্পানী/প্রতিনিধি'র আয়কর সনদের অনুলিপি অথবা আয়কর রিটার্ন জমাদানের প্রাপ্তি রশিদ-এর সত্যায়িত কপি;
(গ) হালনাগাদ বিটিআরসি'র লাইসেন্স অথবা আবেদনপত্র গ্রহণের প্রাপ্তি স্বীকার-এর সত্যায়িত ফটোকপি;
(ঘ) সদস্য প্রতিনিধি'র জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি এবং
(ঙ) সদস্য প্রতিনিধি'র দুই কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

৩. একক মালিকানাধীন কোম্পানীর ক্ষেত্রে স্বত্ত্বাধিকারী/মালিক ছাড়া অন্যকোন প্রতিনিধি ভোটার হইতে পারিবেন না।

৪. লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে উহার পরিচালক পরিষদ এবং অংশীদার কোম্পানীর ক্ষেত্রে ইহার অংশীদারদের কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি ভোটার হইতে পারিবেন।

৫. একই টি. আই.এন ব্যবহার করিয়া নির্বাচনে একাধিক ভোটার হওয়া যাইবে না।

৬. বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪-এর উপ-ধারা ৬(১) অনুসারে আইএসপিএবি'র সদস্য হইবার জন্য কোম্পানীর ট্রেড লাইসেন্স, আবেদনকারী ব্যক্তির হালনাগাদ আয়কর সনদপত্রের কপি দাখিল করিতে হয় এবং পরবর্তীতে প্রতিবছর আইএসপিএবি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত ট্রেডলাইসেন্স ও হালনাগাদ আয়কর সনদপত্রের অনুলিপিসহ আইএসপিএবি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করিতে হয়, অন্যথায় তাহার সদস্যপদ বাতিল হইয়া যায় বিধায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভোটার হওয়ার অনুপোযুক্ত হইবেন।

৭. প্রাথমিক ভোটার তালিকায় কাহারো নাম অন্তর্ভুক্তি বা সংশোধন বা উহা হইতে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হইলে নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন আপীল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি জানাইতে হইবে। দাখিলকৃত আপত্তির ব্যাপারে আপীল বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮. ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত নাই- এমন কোনও ব্যক্তি কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী অথবা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হইতে পারিবেন না।

৯. আইএসপিএবি কার্যালয়টি (হাউজ- ০২, লেভেল- ০৪, রোড- ২৮, ব্লক-কে, বনানী, ঢাকা-১২১৩) নির্বাচনী কার্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হইবে, অর্থাৎ নির্বাচন সংক্রান্ত সকল প্রকার যোগযোগ এবং তথ্য ও ডক্যুমেন্ট আদান-প্রদান/জমাদান এই কার্যালয়ের ঠিকানায় করিতে হইবে।

১০. ১০০০/- (এক হাজার) টাকার বিনিময়ে নির্বাচনী কার্যালয় হইতে প্রাথমিক/চূড়ান্ত ভোটার তালিকা সংগ্রহ করা যাইবে।

১১. কার্যনির্বাহী পরিষদের পরিচালক পদে সাধারণ সদস্য শ্রেণীর প্রত্যেক প্রার্থীদের মনোনয়ন ফি বাবদ নগদ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা, সহযোগী সদস্য শ্রেণীর প্রত্যেক প্রার্থীদের মনোনয়ন ফি বাবদ নগদ ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদে কর্মকর্তাদের পদবন্টন নির্বাচনে প্রতিটি পদের জন্য মনোনয়ন ফি বাবদ নগদ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা জমা দিতে হইবে। সকল প্রকার মনোনয়ন ফি অফেরৎযোগ্য।

১২. মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় মনোনয়ন ফি প্রদানের মূল রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে।

১৩. মনোনয়ন ফি প্রদানপূর্বক সাধারণ ভোটে প্রার্থী হইবার জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইবার পর হইতে এবং কর্মকর্তাদের পদবন্টন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল ঘোষণার পর হইতে নির্বাচনী কার্যালয় হইতে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করা যাইবে।

১৪. মনোনয়ন পত্র বাছাইয়ের সময় প্রার্থী স্বয়ং অথবা তাহার প্রতিনিধি/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

১৫. নির্বাচন বোর্ড কাহারো মনোনয়ন পত্র বাতিল করিলে প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশের পর নির্বাচনী তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী আপীল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। এই ব্যাপারে আপীল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬. ঘোষিত নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী অথবা কোনও ভোটারের কোনও আপত্তি থাকিলে ফলাফল প্রকাশের পর নির্বাচনী তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যে তিনি নির্বাচন আপীল বোর্ডের নিকট লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। এই ব্যাপারে আপীল বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭. নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী সাধারণ সদস্য শ্রেণীর ভোটারগণ কেবলমাত্র সাধারণ সদস্য হইতে নির্বাচন প্রার্থীদের ভোট প্রদান করিবেন।

১৮. নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী সহযোগী সদস্য শ্রেণীর ভোটারগণ কেবলমাত্র সহযোগী সদস্য হইতে নির্বাচন প্রার্থীদের ভোট প্রদান করিবেন।

১৯. গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। সাধারণ সদস্য শ্রেণীর ভোটার এবং সহযোগী সদস্য শ্রেণীর ভোটারদের ভোট প্রদানের জন্য আলাদা-আলাদা ব্যালট পেপার ও বুথ থাকিবে। কেবলমাত্র ভোটার তালিকায় অর্ন্তভূক্ত ভোটারগণ নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র প্রদর্শন পূর্বক ভোট দিতে পারিবেন। প্রক্সির মাধ্যমে কোনও ভোট দেওয়া যাইবে না।

২০. নির্বাচনে ভোট দানের অধিকারী সাধারণ সদস্যগণ প্রত্যেকে ৯টি ☒ (ক্রস) অথবা ৯টি √ (টিক) এবং সহযোগী সদস্যগণ প্রত্যেকে ৪টি ☒ (ক্রস) অথবা ৪টি √ (টিক) চিহ্নের মাধ্যমে নির্বাচন প্রার্থীদের ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

২১. নিম্নলিখিতভাবে সঠিক ভোট প্রদান করা যাইবে:

২১.১ পছন্দমত প্রত্যেক প্রার্থীর নাম ও ছবির ডান পাশে অঙ্কিত আয়তকার ক্ষেত্রের ভিতর কেবলমাত্র একবার ☒ (ক্রস) অথবা √ (টিক) চিহ্ন দিয়া ভোট প্রদান করিবেন।

২১.২ সাধারণ সদস্য শ্রেণীর প্রত্যেক ভোটার ঠিক ৯ (নয়) জন প্রার্থীকে ভোট দিবেন (অর্থাৎ ৯ জন প্রার্থীর কম অথবা বেশি প্রার্থীকে ভোট দিবেন না) এবং সহযোগী সদস্য শ্রেণীর প্রত্যেক ভোটার ঠিক ৪ (চার) জন প্রার্থীকে ভোট দিবেন (অর্থাৎ ৪ জন প্রার্থীর কম অথবা বেশি প্রার্থীকে ভোট দিবেন না)।

২২. নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারণে ভুল ভোট প্রদান বলিয়া বিবেচিত হইবে:

২২.১ আয়তকার একটি ক্ষেত্রের ভিতর কেবলমাত্র একবার ☒ (ক্রস) অথবা √ (টিক) চিহ্নব্যতীত অন্য যে কোনও চিহ্ন প্রদান করা হইলে;

২২.২ আয়তকার একটি ক্ষেত্রের ভিতর কেবলমাত্র একবার ☒ (ক্রস) অথবা √ (টিক) চিহ্ন ব্যতীত ব্যালট পেপারের যে কোনও স্থানে লিখিলে/আঁকিলে/চিহ্নদান করিলে;

২২.৩ সাধারণ সদস্য শ্রেণীর ভোটার ঠিক ৯ (নয়) জন প্রার্থীর কম অথবা বেশি প্রার্থীকে এবং সহযোগী সদস্য শ্রেণীর ভোটার ঠিক ৪ (চার) জন প্রার্থীর কম অথবা বেশি প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিলে।

২৩. নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারণে ব্যালট পেপার বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে:

২৩.১ ব্যালট পেপারে নির্বাচন বোর্ড-এর চেয়ারম্যান/সদস্য ও কর্মকর্তার স্বাক্ষর এবং নির্বাচন বোর্ডের সীল না থাকিলে;

২৩.২ ব্যালট পেপারে কাটাকাটি অথবা ওভার রাইটিং অথবা অস্পষ্ট কিছু পরিলক্ষিত হইলে অথবা ব্যালট পেপারে উল্লেখিত নির্দেশাবলী লংঘন করিয়া তাহা পূরণ করিলে অথবা উপরের ২১.১, ২১.২ এবং ২১.৩ নং উপ-ধারায় বর্ণিত যেকোন একটি ভুল পরিলক্ষিত হইলে।

২৪. ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সাধারণ সদস্যদের হইতে কার্যনির্বাহী পরিষদের ৯ (নয়) জন পরিচালক সাধারণ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হইবেন এবং সহযোগী সদস্যদের হইতে ৪ (চার) জন পরিচালক সহযোগী সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

২৫. নির্বাচিত পরিচালকদের মধ্যে কর্মকর্তাদের পদবন্টনের জন্য সভাপতি ১টি, সিনিয়র সহ-সভাপতি ১টি, সহ-সভাপতি ১টি, মহাসচিব ১টি, যুগ্ম-মহাসচিব ২টি এবং কোষাধ্যক্ষ ১টি, অর্থাৎ সর্বমোট ৭টি পদের মধ্যে শুধুমাত্র যুগ্ম-মহাসচিবের ১টি পদ ব্যতীত অবশিষ্ট পদসমূহ সাধারণ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত পরিচালকদের মধ্যে হইতে কর্মকর্তা পদবন্টন নির্বাচনে প্রার্থী হইবেন এবং তাহারা সাধারণ সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত ৯ (নয়) জন পরিচলকের ভোটে নির্বাচিত হইবেন। অপরদিকে, যুগ্ম-মহাসচিবের ১টি পদে সহযোগী সদস্যদের মধ্যে হইতে নির্বাচিত পরিচালকগণ প্রার্থী হইবেন এবং তিনি সহযোগী সদস্যদের মধ্যে হইতে নির্বাচিত ৪ (চার) জন পরিচালকের ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

২৬. সাধারণ নির্বাচন অথবা কর্মকর্তা পদবন্টন নির্বাচনে ভোট সমান হইলে নির্বাচন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারিত হইবে।

২৭. নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় নোটিশ/বিজ্ঞপ্তি নির্বাচনী কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টানানো হইবে।

২৮. নির্বাচনী কার্যালয়ের সময়সূচি শনিবার হইতে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

২৯. নির্বাচন তফসিলে বর্ণিত কোনও তারিখে যে কোনও কারণে কার্যক্রম বন্ধ থাকিলে বা সরকারী ছুটি থাকিলে পরবর্তী দিন তফসিলের কর্মদিবস বলিয়া গণ্য হইবে।

৩০. নির্বাচনের সকল কার্যক্রম বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪, আইএসপিবিএ-এর সংঘবিধি এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন(সমূহ) অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

৩১. সংঘবিধিতে বর্ণিত নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন এবং নির্বাচন পরিচলনায় কোনও প্রকার সাংঘর্ষিক কিছু দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ প্রাধান্য পাইবে।

16/09/2021

বীরেন্দ্র নাথ অধিকারী
সদস্য, নির্বাচন বোর্ড

জনাব আব্দুল্লাহ এইচ কাফী
সদস্য, নির্বাচন বোর্ড

মো: নজরুল ইসলাম বাবু, এমপি
চেয়ারম্যান, নির্বাচন বোর্ড

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

হাউজ- ০২, লেভেল- ০৪, রোড- ২৮, ব্লক-কে, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

নির্বাচন বোর্ড

সংযোজনী-১

তারিখ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১

নির্বাচন আচরণ বিধি

১. নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ড বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এবং এই আদেশের বিধান অনুযায়ী নির্বাচনের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করিবে। কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা কোনও সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

২. নির্বাচনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন বোর্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী আইএসপিএবি এক বা একাধিক নির্বাচনী কর্মকর্তা নিযুক্ত করিবে। তবে কোন কার্যনির্বাহী সদস্য অথবা প্রার্থী কিংবা মনোনয়ন পত্রে প্রার্থীর প্রস্তাবক অথবা সমর্থক কাহাকেও নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োগ করা যাইবে না।

৩. নির্বাচন তফসিল জারী করার পর হইতে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত নিম্নলিখিত আচরণ বিধি প্রযোজ্য হইবে, যাহা লংঘিত হইলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া তাহার প্রার্থীপদ বাতিল করাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে, যথা:

(ক) নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিজ্ঞাপন প্রদান, কোন প্রকার পোস্টার, চিকা অথবা ব্যানার ব্যবহার করা যাইবে না।
(খ) মিছিল করা অথবা শ্লোগান দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকিবে।
(গ) ভোটারদের নিকট কেবলমাত্র সাদাকালো A4 সাইজের প্রচারপত্র প্রেরণ করা যাইবে, তবে কোন রকম উপঢৌকন প্রেরণ করা যাইবে না।
(ঘ) কোন প্রার্থী একক অথবা দলবদ্ধভাবে কোন হোটেল অথবা রেস্তোরাঁ অথবা কমিউনিটি সেন্টার অথবা অন্য কোথাও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচনী অথবা পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান, ভোটারদের আপ্যায়নের আয়োজন এবং উহাতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।
(ঙ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব হইতে সকল প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ থাকিবে।
(চ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত ভোট কেন্দ্রের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে কোনও প্রার্থী অথবা তাহার সমর্থকের সমাবেশ, জটলা, ব্যাজ ধারণ ও পোস্টার বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকিবে।
(ছ) নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত বিধান বহির্ভূতভাবে কোনও প্রার্থী কিংবা ভোটার অথবা অন্য কেহ ভোট গ্রহণ এলাকায় অহেতুক অবস্থান করিতে পারিবেন না।

৪. নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ও পরিচালনায় গ্রুপ ভিত্তিক সকল প্রার্থীর পরিচিতি সভা অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে এবং তাহা করা হইলে প্রার্থীগণ সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভোটারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করিতে পারিবেন। ব্যক্তিগত কুৎসা, অশালীন অথবা রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করা যাইবে না। প্রার্থী পরিচিতি সভার ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্বাচন বোর্ড সকল প্রার্থীর উপর সমান হারে ফি ধার্য করিতে পারিবে।

৫. এই নির্বাচন আচরণ বিধির এক অথবা একাধিক বিধান লংঘিত হইলে অথবা এই বিষয়ে কোনও অভিযোগ উত্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া নির্বাচন বোর্ড এই বিধি মোতাবেক সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে। নির্বাচন বোর্ডের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনকিছু বলার থাকিলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সেই ব্যাপারে নির্বাচন আপীল বোর্ডের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন। আচরণ বিধি লংঘন অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য সময়ে সময়ে আপীল বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়ে আচরণ বিধি সংক্রান্ত এইরূপ অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য আপীল বোর্ড নির্বাচন চলাকালীন সময়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিবেন। আপীল বোর্ডের সভায় শুনানী গ্রহণ করা হইবে। এই শুনানীর বিষয়ে যাবতীয় নোটিশ সংশ্লিষ্ট পক্ষ হইতে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি/ ঘোষণা মারফত অবহিত করা হইবে। নোটিশবোর্ডে এই বিষয়ে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি একমাত্র বৈধ নোটিশ বলিয়া গণ্য হইবে, যাহা ই-কন্ট্যাক্ট/ডিজিটাল কন্ট্যাক্টের মাধ্যমেও প্রেরণ করা যাইবে। শুনানী গ্রহণ শেষে আপীল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬. নির্বাচন বোর্ড ভোট গ্রহণ কক্ষে একই সঙ্গে প্রবেশের জন্য ভোটারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবে। নির্বাচন বোর্ড, নির্বাচন কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যবৃন্দ, নির্বাচন প্রার্থী এবং কেবলমাত্র ভোটদানের জন্য আগত ভোটার ব্যতীত অন্য কাহারো ভোট গ্রহণ কক্ষে প্রবেশাধিকার থাকিবে না।

৭. ভোট চিহ্ন প্রদানের জন্য নির্ধারিত গোপন কক্ষে একসঙ্গে একাধিক ভোটারের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিবে। ভোট গ্রহণ কক্ষের বাহিরে ব্যালট পত্র নেওয়া যাইবে না।

৮. ভোট গ্রহণ কক্ষে সকল ভোটার, নির্বাচন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে বিধি মোতাবেক গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন। এই আচরণ বিধি লংঘন অথবা অসদাচরণ, প্রচারণা ও প্ররোচনায় লিপ্ত যেকোন প্রার্থী অথবা ভোটারকে নির্বাচন বোর্ড ভোট কেন্দ্রের এলাকা হইতে বহিস্কার করিতে পারিবে।

৯. নির্বাচন প্রার্থীবৃন্দ ভোট গ্রহণ এলাকা ও কক্ষে কেবল মাত্র নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত স্থান/আসনে অবস্থান করিতে পরিবেন এবং কেবলমাত্র নির্বাচন বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক একমাত্র ভোট দানের উদ্দেশ্যে ভোট প্রদান কক্ষের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিধি মোতাবেক প্রবেশ করিতে পারিবেন।

১০. কোনও প্রার্থী ভোট গ্রহণ কক্ষে কোন ভোটারের সঙ্গে কোনও প্রকার আলাপ ও প্রচারণায় লিপ্ত হইতে পারিবেন না।

১১. চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নহেন কিংবা জাল ভোট দান কিংবা ইতোমধ্যে ভোট দিয়াছেন, এমন ভোটারের বিরুদ্ধে অথবা অন্য কোনও আচরণ বিধি লংঘনের বিরুদ্ধে প্রার্থীগণ নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

১২. নির্বাচন বোর্ড এইরূপে দাখিলকৃত আপত্তি ও অভিযোগের সুরাহা করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৩. নির্বাচন বোর্ড কিংবা নির্বাচনী কর্মকর্তার নিষেধ অথবা সতর্কীকরণ সত্ত্বেও কোন প্রার্থী ভোট গ্রহণ কক্ষে আলাপচারিতা ও প্রচারণায় লিপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া এই আচরণ বিধির উপরোক্ত ৫ নং দফায় বর্ণিত বিধান পূর্বক তাহার প্রার্থীপদ বাতিল করা যাইবে।